শ্রীশ্রী ব্রজানন্দ ভজন রত্নমালা

অর্থ ধ্যানম্

সত্যং শিবং জ্ঞানমনন্ত মেকং
পাতকী নামদ্ধারায় অবতীর্ণং যেন
শ্যামলপীত কলেবরং সিদ্ধাসনং
আনন্দরূপং ব্রজানন্দং নমামি।

Sri Sri Brajananda Bhajan Ratnamala

তৃতীয় প্রকাশ
মাঘ, ১৪২৭
(জানুয়ারি, ২০২১)

প্রকাশক
ঁকার্ত্তিক গুহ ও ঁশোভা গুহর কন্যা অনিতা সরকার

প্রচ্ছদ
রাজকুমার দে

অক্ষরবিন্যাস
মাইক্রোডট কম্পিউটার

মুদ্রক
সরকার এন্টারপ্রাইজ
৫০৭/৪, যশোর রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭৪

মূল্য: ₹ ৮০.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
গুরুধাম
বাঙ্গুর এভিনিউ
কলকাতা - ৭০০ ০৫৫
বুড়াশিবধাম, ঢাকা, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

মঙ্গল আরতি / ১
নাম সংকীর্তন / ১
বাল্য ভোগ আরতি / ১
ভোগ আরতি ভজন / ২
শিবের ভজন / ২
শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালি / ৩
অর্ঘ্যম / ৬
লুটের ভজন / ৮
স্বাগত স্বাগত হে ভগবান / ৮
পাপীর জন্য অবতীর্ণ / ৯
হেথায় আবার তাই আসিলে / ৯
আবির্ভূত হয়ে পুনঃ / ১০
জগৎ পিতা হে ব্রজানন্দ / ১০
মৃদু মন্দ মন্দ চলে নন্দ কিশোর / ১১
কে আছ বন্ধু নিয়ে চল মোরে / ১১
হে ভগবান যদি কিছু দাও মোরে দান / ১২
জয় ব্রজানন্দ হরে / ১৩
ওঁ শিবায় নমঃ / ১৩
যোগ বলে বলীয়ান ব্রহ্মানন্দময় / ১৪
সমর্পণ / ১৫
বল সবে মিলি প্রেমানন্দে মাতি / ১৫
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পর ব্রহ্ম যাহা / ১৯
চরণে নূপুর—বাজিবে মধুর / ২১
ভগবানটা চোখের সামনে তাঁরে চিনতে পারলাম না / ২২
শ্রীমৎ স্বামী ব্রজানন্দ সরস্বতী গুরুদেব চরণে প্রার্থনা / ২৩
আওত মুরারী ব্রজানন্দ হরি / ২৪
বাহিরে তোমারে খুঁজিয়া খুঁজিয়া / ২৫
হে রস স্বরূপে তুমি যে মধুর / ২৬
পূজার সামগ্রী মোর / ২৭
পূর্ণ করিয়াছ দিয়ে / ২৭
তোমারই চরণ রেণু / ২৮
শাস্ত্রে ও পুরাণে চিরদিন প্রভু / ২৯
তুমি যে রাজার রাজা / ২৯
হে ব্রজানন্দ পরমানন্দ / ৩০
ছন্দে ছন্দে প্রেমানন্দে / ৩০
গোলোক হ'তে ব্রজানন্দ উদয় বুড়াশিবধামে / ৩১
কে বলে নাম ব্রজানন্দ ভিন্ন তারকব্রহ্ম হ'তে / ৩১
এস জগজ্জন কলিযুগে কর সবে সহজ সাধন / ৩১
ওঁ ব্রজানন্দ ওঁ / ৩২
গুরু নারায়ণ এই নিবেদন / ৩৪
গুরু আছে আর আমি আছি / ৩৪
মম অন্তর মন্দিরে / ৩৫
নমামী শঙ্কর ভবানী শঙ্কর / ৩৬
ওঁ নমো শিবায় ওঁ নমো শিবায় / ৩৬
গুরু নাম করো সাধনা / ৩৬
জয় শম্ভু জয় শম্ভু / ৩৭
আমারো জগন্নাথ, আমারো জগন্নাথ / ৩৭
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু / ৩৮
শুভ্রা রূপেতে কে গো / ৩৯
ব্রজ আনন্দ, হে ব্রজানন্দ / ৩৯
নাম মাহাত্ম্য / ৪১
প্রণামঃ (ভজন) / ৪২
আবাহন (ভজন) / ৪২
গিরিধারী লাল / ৪৩
ব্রজানন্দ রূপ বর্ণনা / ৪৪
ভজ ব্রজানন্দ জপ ব্রজানন্দ মাধব মুরালী গাও অবিরাম / ৪৫
বাবা তোমার পূজা তুমি কর আমি করি না / ৪৫
জয় গুরু ব্রজানন্দ / ৪৬
ওগো সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম / ৪৬
যুগে যুগে যেমন এসেছিলে তুমি / ৪৬
ভজরে ভজরে ব্রজানন্দ / ৪৭
কুপিল কুজন ব্যথা লাগে প্রাণে / ৪৮
যারা করে দিবানিশি / ৪৮
গুরু নাম করো সাধনা / ৪৯
তুমি জাগো / ৫০
দরশন দাও গিরিধারী / ৫০
বিশ্বব্যাপিয়া বিরাজিছো তুমি / ৫১
ওমা তারা ব্রহ্মময়ী / ৫২
'গোলক ধামের নাইয়ারে' / ৫৩
মিনতি আমার / ৫৩
দীন দুনিয়ার মাঝিরে / ৫৪
বুড়াশিবের ভজন / ৫৫
কে আছ বন্ধু / ৫৬
পার কর মোরে / ৫৭
শম্ভু মহেশ্বর / ৫৮
আমি এত নগণ্য কেন? / ৫৯
জয় জয় ব্রজানন্দ ভগবান / ৫৯
গুরু প্রণাম মন্ত্র / ৬০

মঙ্গল আরতি

ভোরের আরতি (ভৈরবী একতালা)

জাগো জাগো জাগরে মন, বল ব্রজানন্দ হরে হরে।
বল ব্রজানন্দ নাম, বলরে অবিরাম, কলুষ যাইবে দূরে।
ব্রজানন্দ হরি, ভব পারের কাণ্ডারী, পতিতে পার করেন কৃপা করে।
জাগো জাগো জাগরে মন, বল ব্রজানন্দ হরে হরে।
সময় থাকিতে, চল ভব পারে, বল ব্রজানন্দ হরে হরে।
বল ব্রজানন্দ নাম, চল ব্রজানন্দ ধাম, সংসার বাসনা ছেড়ে।
জয় জয় ব্রজানন্দ, চিন্ময় পরমানন্দ, চৈতন্য চিদানন্দ পরম ব্রহ্ম হরে।
শ্রী গুরু ব্রজানন্দ, নমো নারায়ণ, সন্ন্যাসী জগৎ গুরু, গাও সমস্বরে।
জাগো জাগো জাগরে মন, বল ব্রজানন্দ হরে হরে।

❁

নাম সংকীর্তন

হরে ব্রজানন্দ হরে হরে ব্রজানন্দ হরে
গৌরহরি বাসুদেব রাম নারায়ণ হরে।

❁

বাল্য ভোগ আরতি

জয় গুরু জয় জয় গুরু ব্রজানন্দ
জয় গুরু জয়॥

❁

ভোগ আরতি ভজন

ভজ গোবিন্দ মাধব ব্রজানন্দ হরি,
ব্রজানন্দ ব্রজানন্দ ব্রজানন্দ হরি।
রাধাকৃষ্ণ একাধারে হের নয়ন ভরি। (ভজ)
বৈঠল বৈঠল ঠাকুর বৈঠল ভোজনে,
মাঈরা আনে নানা দ্রব্য হরষিত মনে। (ভজ)
বেত অগ্র, ভাজা বড়া, বেগুন কালিয়া,
সিম পাতুরী ডাল রসা, শুক্‌ত রাঁধিয়া। (ভজ)
দধি দুগ্ধ ছানাবড়া খাইতে খাইতে
মিষ্টান্নের বাটী (প্রভু) নিল নিজ হাতে। (ভজ)
খাস্তা লুচি খাজা গজা রুটি আর পরটা
রসগোল্লা রসকদম্ব সন্দেশ ও মন্ডা। (ভজ)
সেবা অন্তে ব্রজানন্দ আচমন করিল,
চারু মাই চারু মাই বলে ফুকারি উঠিল। (ভজ)
হুড়াহুড়ি করে সবে মাইরা আসিল
নগ্ন শিশু পিছে পড়ে কাঁদিতে লাগিল। (ভজ)
একে একে ব্রজানন্দ প্রসাদ বিতরিল,
প্রসাদ নিয়ে ভক্তেরা সব দণ্ডবৎ করিল। (ভজ)
ভজরে ভজরে মন ভজ ব্রজানন্দ
কাঙ্গাল বেশে অবতীর্ণ শ্রীরাধা গোবিন্দ। (ভজ)
ভজরে ভজরে মন, ভজ ব্রজানন্দ
জয় শম্ভু, জয় শম্ভু বল শ্রীরাধা গোবিন্দ। (ভজ)

❁

শিবের ভজন

জয় বাবা বুড়াশিব নিত্য নিরঞ্জন, আদিদেব মহেশ্বর পতিত পাবন।
তোমারি ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়, তুমি যে বিশ্বের কর্ত্তা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
তুমি ত রয়েছ সব ভুবন ভরিয়া, মায়াতে রেখেছ সবায় আচ্ছন্ন করিয়া।

তাই সবায় অহঙ্কারে আমি আমি করে, প্রকৃতির কর্মে যেয়ে বদ্ধ হয়ে পড়ে।
ঘুচাতে জীবের এই মায়ার বন্ধন, বহু মত পথ তুমি করেছ সৃজন।
তুমিই যে একমাত্র সর্ব মূলধার, তুমি বিনে ত্রিভুবনে কেহ নাহি আর।

❁

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালি

হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে।
গৌরহরি বাসুদেব রাম নারায়ণ হরে। (ধূয়া — "হরে ব্রজানন্দ হরে")
ভক্তি নিষ্ঠা সহকারে এ তারক ব্রহ্মনাম
লও যত ভক্তগণ হবে পূর্ণ মনস্কাম।
যুগে যুগে দেন প্রভু নব নব মহানাম।
যেই রস পান করি তৃপ্ত জীব অবিরাম।
নবতম এই নাম ভজ, চিন্ত, কর সার,
যাবে দূরে তাপ জ্বালা হৃদয়ের অন্ধকার।
যাবে দূরে নিরানন্দ পাবে শান্তি প্রেমানন্দ।
ভক্তিভরে বল সবে, "জয় জয় ব্রজানন্দ।" (ধূয়া — এ পর্যন্ত পূর্ববৎ)
ব্রজানন্দ-লীলাকথা অমৃত সমান।
যেবা পড়ে, বলে শোনে—সেই ভগবান। (ধূয়া — জয় জয় ব্রজানন্দ)
যুগে যুগে হয় যবে ধরমের গ্লানি,
অধর্মের অভ্যুদয়; আসে চক্রপাণি।
ন্যায়, নীতি, ধর্ম, কর্ম দিয়া বিসর্জন
সহিংস তাণ্ডবে নাচে অসুর দুর্জন।
নব নব অস্ত্রে ধরা নাশিবারে চায়;
অসহায় নরগণ করে "হায়! হায়!"
শান্তিধাম ব্রজানন্দ করুণা আধার
হইলেন অবতীর্ণ তাইতো এবার। (ধূয়া — এ পর্যন্ত পূর্ববৎ জয় জয় ব্রজানন্দ)
অপর কারণ এক করিব বর্ণন—
স্বয়ং প্রভু হতে আমি করেছি শ্রবণ। (ধূয়া — ঐ)
দ্বাপরেতে রাধাপ্রেমে ঋণী হ'য়ে হরি

সেই ঋণ শুধিলেন গৌররূপ ধরি।
লীলা অবসানে কাঁদে যত ভক্তগণ—
তাহা দেখি মহাপ্রভু বিচলিত হ'ন।
"কেঁদো না, কেঁদো না সবে," বলে দয়াময়—
"তোমাদের তরে হ'বো কনৌজ উদয়
রাধা কৃষ্ণ এক দেহে হয়ে ব্রজানন্দ
বিতরিব তোমা সবে শান্তি ও আনন্দ। (ধূয়া — ঐ)
ঈশান কোণেতে হবে বুড়াশিবধাম
লীলাক্ষেত্র ঢাকা মাঝে মহা তীর্থস্থান।
হোথা হ'তে হ'বে মোর লীলার বিকাশ
ক্রমে ক্রমে ভক্তহৃদে পাইব প্রকাশ।" (ধূয়া — ঐ)

জয় জয় ব্রজানন্দ সত্যনারায়ণ,
সবার আরাধ্য দেব নিত্য নিরঞ্জন। (ধূয়া—"জয় সত্যনারায়ণ") (জয় গুরু নারায়ণ)
অনাদি, অনন্ত, শান্ত, পরব্রহ্ম তুমি,
ধ্যানাতীত, জ্ঞানাতীত, প্রেম ভক্তি ভূমি।
সৃষ্টির পূর্বেতে তুমি ছিলে নিরাকার;
লীলাখেলা ছলে প্রভু হইলে সাকার।
তুমিই পরমেশ্বর অনাথের নাথ
অগতির গতি তুমি, তুমি জগন্নাথ।
দেব আদিদেব, প্রভু, তুমি ইচ্ছাময়,
তোমার ইচ্ছাতে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়।
ওহে ব্রজানন্দ তব মহিমা অপার
বিশ্বজীবে কর কৃপা কৃপার আধার।
হিংসা, দ্বেষ, ভেদজ্ঞান লউক বিদায়
হোক ধরা স্বর্গরাজ্য তোমার কৃপায়। (ধূয়া — এ পর্যন্ত ঐ)
জীবের লাগিয়া তুমি সেজেছো কাঙাল
অপরূপ লীলা তব হে দীনদয়াল। (ধূয়া — জয় জয় ব্রজানন্দ)
কলিকাতা মাঝে ওহে পতিত পাবন,
গুরুধাম মহাতীর্থ করিলে স্থাপন।
শান্তি-প্রেম-আনন্দের আদর্শ তোমার

বেদনার্ত ধরা মাঝে কর হে প্রচার।
নিরানন্দ অশান্তির দাবানল যত
তোমার কৃপায় প্রভু হোক নির্বাপিত।
'তত্ত্বমসি', 'সোহঙ্কার' শোনাও তোমার,
চিনাও স্বরূপ শুদ্ধ জীবে আপনার।
সকলের মাঝে আছে, হে আত্মারূপে তুমি!
তোমা মাঝে সব আছে এ জগতে স্বামী
'কেবা কারে মারিবেক,— কেবা হত হবে'?
যেন এই শুদ্ধজ্ঞান বিশ্বজীব লবে।
প্রেম ভক্তি বিশ্বাসের শান্তি আশীর্বাদ
দিয়ে দূর কর দুঃখ অশান্তি বিষাদ। (ধূয়া — ঐ)
বাঞ্ছাকল্পতরু দেব, তোমার কৃপায় (ধূয়া — জয় জয় ব্রজানন্দ)
অপুত্রক পুত্র লভে দীন ধন পায়।
বধির শ্রবণ করে, অন্ধ দৃষ্টি পায়,
বোবা বলে, 'ব্রজানন্দ' তব মহিমায়—
চিররোগী লভে স্বাস্থ্য, দুঃখী পায় সুখ,
তোমারে ভজিয়া কেহ হয় না বিমুখ।
ভকতি বিশ্বাস নিয়া যেবা সেবা করে,
সম্পদে বিপদে তুমি বাঁধা তার ঘরে।
সকল অভীষ্ট পূর্ণ কর হে তাহার,
অন্তিমেতে দাও শান্তি আনন্দ অপার।
পরম দয়াল তুমি, হে সচ্চিদানন্দ,
সকলের মাতা পিতা শ্রীরাধাগোবিন্দ।
রাতুল চরণে, প্রভু, প্রার্থনা আমার
শ্রীচরণে মতি গতি দাও গো সবার।
দীন, হীন, অভাজন নাহিক শকতি
প্রেম-ভক্তিসহ লহ সাষ্টাঙ্গ প্রণতি।
মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন, ভক্তিহীন আমি;
তুমি তোমার পূজা করে নাও স্বামী! (ধূয়া — এ পর্যন্ত ঐ)

❁

প্রণাম মন্ত্র

ওঁ সত্যং শিবং সুন্দরম্
সৃষ্টিস্থিতিলয়ঙ্করম্
প্রেমভক্তিমন্দিরম্
আনন্দঘনবিগ্রহম্
দ্বৈতাদ্বৈতমনন্তম্,
সাকারং নিরাকারম্বা
সভক্তিং প্রণমাম্যহমঅ্
পরব্রহ্ম ব্রজানন্দম্॥
ইতি সর্বার্থসাধনফলদায়ক
শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী সমাপ্ত।

❁

অর্ঘ্যম

নিত্যং পূর্ণং পরমাত্মরূপম্
নিরঞ্জনং তং দেবাদিদেবম্।
যোগিজনবাঞ্ছিতং পরমার্থপ্রদম্
ভজামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্॥ ১

লম্বোদরং তং শ্যামতনুধরম্
জানুলম্বিত বর্ত্তুল যুগ্মকরম।
দয়ানিধিং সাধুজনৈক গতিম্
ভজামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্॥ ২

ভবভীতি হরণং ভবরোগ নাশনম্
ত্রিতাপ দহনং কলুষ শোষণম্
অভীষ্ট দাতারং শঙ্কট ত্রাতারম্
ভজামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্॥ ৩

চন্দন চর্চিত প্রশস্ত ভালম্
বক্ষঃ বিলম্বিত কুসুম হারম্
কটীবাস শোভিতং সিদ্ধাসনস্থম
স্মরামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্॥ ৪

বরাভয় করং প্রেমাশ্রু নেত্রম
পতিতোদ্ধারে ভূশমাদ্রচিতত্তম্।
করুণাবতারং শিশোরিব স্বভাবম্
স্মরামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্॥ ৫

ধর্ম্মার্থ কামান্ সদাবিতরণম্
ভক্ত ভক্তনাং ভবভীতি হরম্।
শরণাগতানাং শরণং পুণ্যম্
স্মরামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্॥ ৬

হরিকথা কীর্ত্তনে সুমুধুর কণ্ঠম্
হরিকথা শ্রবণে পুলিকত মঙ্গম্।
হরিগুণ মননে নিশ্চল দেহম্
নমামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্॥ ৭

শিবোঽহং শিবোঽহং চিরং কুজন্তম্
মহতো মহীয়ান্ গতোঽসি শিবত্বম্।
প্রফুল্ল বদনং ব্রজরাজ তুল্যম্
নমামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্॥ ৮

নাহং জানে তব মহিমানম্
ক্ষমস্ব কৃপায়া মম অপরাধম্।
নিত্যং ভজামি স্মরামি নিত্যম্
নমামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্॥ ৯

লুটের ভজন

লুট পড়লো লুট পড়লো লুট পড়লো রে,
ব্রজানন্দের প্রেমের হাতে লুট পড়লো রে।
ভক্তবৃন্দ যত ছিল ছুটে এলো রে
ব্রজানন্দের প্রেমের হাটে-মিলিলোরে।
নামের সন্দেশ নামের চিনি লুট পড়লো রে
রসিক যারা ছিল তারা লুটে নিলো রে।
চিনির মুণ্ডা, ফুল বাতাসা লুট পড়লো রে।
ভক্তবৃন্দ যত ছিল লুটে নিলো রে।
পাপী তাপী যত ছিল উদ্ধারিল রে,
কারো কারো ভাগ্য দোষে পড়ে রইল রে।
প্রেমানন্দে বল সবে ব্রজানন্দ হরে,
যাবে যদি ব্রজধামে ছুটে এস রে।
ব্রজানন্দ প্রেমের হাটে
লুট পড়লো রে॥

স্বাগত স্বাগত হে ভগবান
স্বাগত হে সদ্ গুরু হে
যুগল চরণে লহ হে প্রণাম।

করুণা পরশে তব
হৃদে জাগাও ভাব নব
দাও আনন্দ হে ব্রজানন্দ
পুণ্য তীর্থ হোক এই ব্রজধাম॥

অধম অজ্ঞান সন্তানে
ভকতি দাও প্রভু প্রাণে প্রাণে
মধুময় ছন্দে গাহ হিয়া নন্দে
হরে ব্রজানন্দ নাম গুণগান।

❁

(তুমি) পাপীর জন্য অবতীর্ণ
ধন্য ব্রজানন্দ আমার
এবার ধন্য অবতার।
(ধন্য পাপী, ধন্য কলি, ধন্য ব্রজানন্দ আমার)
এবার ধন্য অবতার।
আছিলে গোলোকধামে,
আসিলে বৃন্দাবনে—
গোলোকের মহাপ্রেম
করিলে রাধার সনে,
সে প্রেমের বংশী তানে
মাতালে জগত জনে,
মরি কি লীলা চমৎকার।
প্রেমেতে রইলে ঋণী,
সে ঋণ শুধবে বলে
রাধা হ'ল মহাজন,
দাসখৎ লিখে দিলে।
করিলে অঙ্গীকার, তিনবার ক'রে লীলা,
শুধবে সেই প্রেমের ধার।

(২)

হেথায় আবার তাই আসিলে
গোলোক ছাড়ি,
রাধার প্রেমোদাসী হইলে
হে গৌর হরি,
সে নামে পাগল পারা
হলে যে প্রেম ভিখারী,
ফিরলে কত দ্বারে দ্বার।
যে দিন শেষের দিনে—
সে লীলা সাঙ্গ হয়

শ্রীক্ষেত্রে সংকীর্ত্তনে—
মহাভাবে ভাবময়
মিশিলে জগন্নাথে
ভক্তরা পাগল প্রায়
সবার সে কি হাহাকার।

(৩)

আবির্ভূত হয়ে পুনঃ
বলিলে ভক্তগণে
শ্রীধাম শ্রীক্ষেত্র হ'তে
পুনঃ যে ঈশান কোণে
করিবে প্রেমের লীলা
যত সব ভক্তগণে
সময় যে গো হ'ল তার।
তোমার শেষের লীলা
করিতে তাই এবার
এসেছে ব্রজের চাঁদ
ব্রজানন্দ আমার,
সে চাঁদে জগৎ আলো
(মনরে) খুলে দে মনের দ্বার
এবার যাবে অন্ধকার॥

বুড়া শিবধাম
রমনা, ঢাকা
২০শে আষাঢ় ১৩৩৯

❁

জগৎ পিতা হে ব্রজানন্দ
লহো লহো প্রণাম,
তুমি ছাড়া আর
কে আছে আমার

তুমি যে গো প্রভু কৃপারও আঁধার
ভক্তজনার নয়ন অবিরাম॥
জীবনে মরণে জনমে জনমে
থাকি যেন প্রভু তোমারই চরণে
মিনতি আমার চরণে তোমার
কণ্ঠে বাজে যেন
মধুমাখা নাম॥

❁

মৃদু মন্দ মন্দ চলে নন্দ কিশোর
চলে নন্দকিশোর চলে নন্দ কিশোর॥
আঁখি দুটি ছল ছল
রাই প্রেমে ভোর॥
শিরে শিখি পাখা গলে বনমালা
চরণ চরণ দিয়ে রাধা রাধা বলে
বাঁশিতে উদাসী করে ওই মনচোর॥
কোটীতে পীতধারা নূপুর বাঁধিছে পায়
ত্রিভঙ্গ হয়ে কালা মধুর ভাবেতে চায়।
অলকা তিলকা শোভে নাকেতে বাঁশর
ঐরূপ হেরিয়া অনঙ্গ মুরছা যায়
ভ্রমরা ভ্রমরি যত গুঞ্জরিছে পায়ে পায়ে
পরান শীতল করে রসেরই সায়র।

❁

কে আছ বন্ধু নিয়ে চল মোরে
যেথায় বৃন্দাবন
যেথায় রাখাল রাজা
গোপাল আমার খেলে অনুক্ষণ।
যমুনা যেথায় বহিছে উজান
কৃষ্ণনামে পাখি করে গান

সেথায় বাতাস বিলায় নামেরই গন্ধ
আকুল করে মন॥
যেথায় বাজিয়ে বেণু প্রেমের কানু
খেলিছে কত না খেলা
রাখাল সঙ্গে কত না রঙ্গে
কেটে যায় সারা বেলা।
সেথায় বিরহ বাঁশি করুণ সুরে
বিরহি রাধার নয়ন ঝরে
সেথায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে
ধুলায় অচেতন॥

❁

হে ভগবান যদি কিছু দাও মোরে দান
পরান ভরিয়া দিও প্রেম
কণ্ঠ ভরিয়া দিও গান॥
ব্যথার কাজলে আঁখি
ভরিয়া দিও
সকল বেদনা মোর হরিয়া নিও
নিবিড় করিয়া মোরে
বাঁধিও প্রিয়
তব প্রাণের সাথে মম প্রাণ॥
তোমার প্রসাদে মোর চিত্তহরণ
আঘাতে আঘাতে মোরে
চূর্ণ করো
যত কিছু মান অভিমান॥

❁

জয় ব্রজানন্দ হরে

মানুষ হয়ে বসে আছ, জীবে চিনে না
ধরা দিলে না, ধরা দিলে না, জীবে চিনে না।
হে ব্রজানন্দ বুড়াশিব, জীবে জানে না।
একূল ওকুল দুকুল খেয়ে, জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে নিয়ে
শিব হয়ে বসে আছ, জীবে চিনে না।
ভক্তির ছড়া ছড়িয়ে দিয়ে জীবের মন টেনে নিয়ে
বাঁশী হাতে বসে আছ, জীবে চিনে না।
অগাসুরা, বগাসুরা, কংস আর শিশু ছোড়া
বীর দর্পে কুরুক্ষেত্রে, অসুর কুল ধ্বংস করে
গোপীর প্রেমে লাথি খেয়ে রাজা হয়ে বসে আছ
মনে পড়ে না।
জীবের মঙ্গল তরে, অবতীর্ণ শিবধামে,
ভক্তি বিশ্বাস বিলিয়ে দিচ্ছ জীবে বুঝে না।

তুলসী

❁

ওঁ শিবায় নমঃ

সাজবো তরে সাজাবো তরে
অতি যতন করে
মোহনবাঁশী মোহনচূড়া ব্রজানন্দ হরে?
তুলসীর হার দিব তোর গলে
চন্দন চরচিত দিব ভালে,
রত্নে বিভূষিত কুণ্ডল করণে
শিরে জটাজুট ব্রজানন্দ হরে॥
চরণে দিব তোর রাঙ্গা ফুল ঢেলে
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম দিব তোর করে,
নূপুর বাঁধিয়া দিব প্রেমেরি ডোরে
রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু নাচাবো তোরে

নাচাবো তোরে নাচাবো তোরে কাল রাখাল বেশে
মোহনবাঁশী মোহনচূড়া ব্রজানন্দ হরে॥
তুলসী আর গঙ্গা জলে পুষ্প আর বিল্বদলে
পূজিলে কি তোমায় মিলে অশ্রুজলে
না ভিজালে চরণ তোমার।
রাঙা চরণে আত্মবলি দিয়ে
রেণু হয়ে থাকিব চরণ 'পরে,
সাজাবো তোরে মনের মতন করে
মোহনবাঁশী মোহনচূড়া ব্রজানন্দ হরে॥

সেবকানুসেবক তুলসী

❁

যোগ বলে বলীয়ান ব্রহ্মানন্দময়
তপঃ আয়ত্ত যাঁর সাধন চতুষ্টয়।
দ্বন্দ্বের অতীত যিনি স্থানুর সমান,
রোধিয়া ইন্দ্রিয়দ্বার করেন ধেয়ান।
পুণ্যধাম মুখরিত শিবোঽম্ রবে
শান্তিধারা বিতরিয়া নরনারী সবে
যত্র জীব তত্র শিব ভেদ নাহি জ্ঞান,
আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখান॥
বিষয়ে নির্লিপ্ত তবু রত পরহিতে
সংসার ত্রিতাপ দগ্ধ জীবে শান্তি দিতে।
ধর্ম্ম সংস্থাপন অর্থে এই পুণ্য ভূমে
অবতীর্ণ হয়েছেন যেন ধরাধামে॥
অশিব করিয়া নাশ শিবের সমান
সতত করেন রক্ষা এই শিব-স্থান॥

তোমারই চির আদরের
সুখেন্দু

❁

সমর্পণ

এবার ১৩৩৭ সনে ১লা বৈশাখ বলে।
হেমন্তকে সঁপে দিলাম তোমার চরণ তলে॥
ব্রজানন্দ নামটি হলো
অকারণে লাগলো ভালো
লাগলো ভালো,
পথিক আমার পথ ভুলালো
সেই নয়নের জলে।
আজকে ঘরের পথ হারালেম তোমার পথের ছলে।
তুমি শুধু মুখ তুলে চাও বলুক যে যা বলে॥

বিনীত—
গোবিন্দানন্দ
বুড়াশিব, রমনা, ঢাকা

❁

ঁবুড়াশিব মঠাধীশ শ্রীশ্রীস্বামীজীর তত্ত্বমসির উপদেশটি সংসারে দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়স্বরূপ বিবেচনা করিয়া লোকহিতায় প্রকাশ করিলাম।

ভৈরবী— একতালা

বল সবে মিলি প্রেমানন্দে মাতি
"তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য।
সংসারের দুঃখ নাশিবে যদ্যপি
কর তবে ঐ পদে লক্ষ্য।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে।
শুন মন দিয়া আমারি বচন
ত্বং পদ কাকে বলে;

নও জড় দেহ ত্বং অথবা তুমি
বলি এই জনস্থলে
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥
দেহ তব স্থূল কৃশ, হ্রস্ব, দীর্ঘ
তুমি নও কভু তাই;
দেহের ব্রাহ্মণ শূদ্র আদি জাতি
আত্মার ত জাতি নাই।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥
ঘটাদির ন্যায় দেহ তব গ্রাহ্য
সদা অচেতন রয়;
আত্মা যে গ্রাহক চৈতন্যময় শুধু
এই তো অনুভূত হয়।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥
আমারই দেহ বলে সবে মিলি
আমিই ত দেহ বলে না;
পৃথক গ্রাহ্য দেহ গ্রাহক আত্মাতে
কবু জড় দেহ তুমি না।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥
আত্মা কভু নয় ইন্দ্রিয় সকল
কার্য্য সাধনে যন্ত্রমাত্র;
কেমনে গণিবে এই তব আত্মা
খোঁজে এরা আপন স্বার্থ
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥
সব বলে শুনি চক্ষুরাদি মন
চক্ষুরাদি নই আমি;
তাই গ্রাহ্য দেহ গ্রাহক আত্মাতে
ভিন্ন সদা মনে গণি।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥

স্বপনে মোদের থাকে অস্তিজ্ঞান
থাকে না জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের;
ইন্দ্রিয়াদি তাই ঘটাদিরই তুল্য
আত্মত্ব নাই ইহাদের।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥
অন্তঃকরণ বৃত্তি মন তেমনই
কভু আত্মা বা তুমি না;
ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় মনটিও তাই
সাধন যন্ত্র বই কিছু না।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥
কখনও মোরা বলি এই কথা
ছিল ডুবি মন বিষয়ে;
দেখিয়াও আমি দেখি নাই তাহা
কে রাখিল মোরে ভুলায়ে।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥
তাইত এখনি বুঝিতে হইবে
পৃথক আত্মা মনেতে;
সুষুপ্তির কালে আত্মা পড়ি থাকে
মন থাকে না দেহেতে।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥
তাই বলি আমি দেখহে বিচারি
নয়ত এক আত্মা মন;
জ্ঞানী যে জন ভ্রমেও কখন
ভুলে না কভু এ বচন।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥
হয় স্থিরীকৃত বুদ্ধির আত্মত্ব
নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এই;

মনেরি মত সবে বলি মোরা
ছিল ডুবি বুদ্ধি বিষয়ে ঐ
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥
সুষুপ্তির কালে আত্মা থাকে দেহে
বুদ্ধি কভু ত থাকে না;
বুদ্ধিও তাই ইন্দ্রিয়াদির ন্যায়
যন্ত্রবই আর কিছু না।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥
ত্যজ অহং জ্ঞান বুদ্ধিতেও তুমি
পাছে যা থাকিবে শেষ;
সেই হও তুমি নির্বন্ধ নির্ম্মুক্ত
মনোবাক্যের অগোচর।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥
কদাপি না হয় তব এই আত্মা
অহঙ্কারের সমকক্ষ;
করিলে প্রয়োগ "কৃ" ধাতুর ক্রিয়া
ঘুচি যাবে তব ঐ লক্ষ্য।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥
প্রাণ নয় কভু আত্মা এই ভবে
মম প্রাণ সবায় বলে;
কদাপি না কহে প্রাণ হই আমি
প্রমাণে তাহাই ফলে।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥
তাই দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি যত
আত্মারই ব্যাপার মাত্র;
নাই স্বতন্ত্রতা সত্ত্বায় তাদের
নাই ত কভু ভিন্ন গোত্র।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥

"তত্ত্বমসি" বাক্যে ত্বং পদ হ'তে
লক্ষিছে এই জীব আত্মা;
দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি অহংকার
এদেরই অতীত তাহা।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥
এই মহাবাক্যে তৎপদ দ্বারা
বুঝিবে সেই পরম আত্মা;
এইরূপে "তত্ত্বমে" জীবে পরমে
সূচিত হয় একাত্মতা।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥
সেই তুমি হও জানিয়া নিশ্চয়
উল্লঙ্ঘ সংসার দুঃখ।
আমি মারিলাম বা মারিল আমায়
কেন কর বৃথা শোক।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে॥

বিনীতা—শ্রীকৃষ্ণধন দাস
পঞ্চমী ঘাট

❁

(কালেংরা মিশ্র একতালা)

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পর ব্রহ্ম যাহা।
শুন শুন ওহে জীব তোমারই তাহা॥
অজ্ঞান আবরণে শুধু প্রচ্ছন্ন হইয়া।
জীবরূপে রহিয়াছে প্রকাশ হইয়া॥
শুক্তি যথা ভ্রমে প্রকাশ রজত রূপে।
তোমরাও তেমনি প্রকাশ জীব রূপে॥
ভ্রমবশে জীবরূপে নিজেকে জানিয়া।
রহিয়াছ জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া॥

পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়া করিয়াছ সার।
ভ্রমিতেছ নানা ধোনি সবে বার বার॥
চাহ যদি ফাঁকি দিতে যমেরে এবার।
ভক্তি যুক্ত হয়ে শুন বচন আমার॥
আমার আদর্শ এই "শিবোহম্" নাম।
নিরন্তর জপি সবে যাও মোক্ষধাম॥
অবিদ্যাকে কর সবে এইরূপে নাশ।
জীবে শিবে ঐক্য হবে স্বরূপ প্রকাশ॥
লভিবে নির্বাণ পদ নাহিক সংশয়।
ভাবেতে ভাবনা সিদ্ধি জানিবে নিশ্চয়॥
জীব ভাবে থেকে থেকে পেলে জীব ভাব।
শিব শিব বলে পুনঃ কর মুক্তি লাভ॥
রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মন দিয়া।
তোমরাও রাম কৃষ্ণ যাইবে হইয়া।
ইহাই যে সাধনার মূল তত্ত্ব হয়।
ইহা ভিন্ন সাধনাটি অন্য কিছু নয়॥
স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিষয় হইতে।
মনটিকে নিয়ে হয় বিমুখী করিতে॥
বিষয়াভিমুকী বৃত্তি করি ব্রহ্মমুখী।
সদানন্দ লভি জীব হয়ে যায় সুখী॥
যমুনা বহিল যেমন উজান সতত।
গোপীদের ভজনাও ছিল সেই মত॥
রাম কৃষ্ণ দেবও যে গেছেন বলিয়া।
বৃত্তিগুলির মোর শুধু দেও ঘুরাইয়া॥
এই সাধনায় হলে আত্ম দরশন।
পরমাত্মার সঙ্গে হয় একাত্ম মিলন॥
আত্ম সাক্ষাৎকারকেই বলে জীবন মুক্তি।
আর এক নাম তার ব্রজানন্দ প্রাপ্তি॥

রেবতী—আমিরাবাদ

❁

পিলু–একতালা

চরণে নূপুর—বাজিবে মধুর,
ঠমকে ঠমকে নাচে।
ব্রজানন্দ হরি সে ব্রজ বিহারি,
হৃদয় পটে রাজে।
রূপ মনোহর মূরতি সুন্দর,
শিবোহম ধ্বনি করে।
পতিতে তারিতে ঢাকা নগরীতে,
সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
প্রেমে ঢল ঢল আঁখি ছল ছল,
ব্রজানন্দ বলে নাচে।
ভক্তগণ সঙ্গে নাচে নানা রঙ্গে,
প্রেম আকুল হয়ে যাচে।
(কিবা) শান্ত সুশীল মুরতি সুন্দর,
সদাই ভাবেতে ভোলা।
ভূভার হরিতে এলে অবনীতে,
লইয়ে পারের ভেলা।
(কিবা) বিভূতি ভূষিত ললাটে শোভিত,
গৈরিক বাস অঙ্গে শোভে।
দেখিতে সুন্দর অতি মনোহর,
ভক্ত জন মন লোভে।
পূর্ণ ব্রহ্ম তুমি, ব্রজানন্দ হরি,
পাবে তব নামে মুক্তি।
দিয়ে দরশন চুরি করি মন,
শিখায়ে দেও প্রেম ভক্তি।
(আজি) পূর্ণিমার রাতে ভক্তগণ সাথে,
লীলা করিবেন ভগবান।
ঝুলন দোলায় দুলাব তোমায়,
সঁপে দিয়ে মন প্রাণ।
বুড়াশিব ধামে ব্রজানন্দ নামে,
বিরাজিছ ভগবান।

ডোর কৌপিনধারী, ব্রজানন্দ হরি
করিছ আপন মহিমা গান।
তুমি নারায়ণ—দেব নিরঞ্জন
আগম নিগম সার।
তুমি চরাচর সাগর ভূধর
তুমি সর্ব মূলাধার।
কমণ্ডলুধারী ব্রজানন্দ হরি;
শুভ্র বিমল কান্তি।
ত্রিতাপ নাশিছ ফুঁকারে কহিছ
শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

নীশিকান্ত—বড়িশাল

❁

বাউলের সুর—একতালা

ভগবানটা চোখের সামনে তাঁরে চিনতে পারলাম না।

তাঁরে চিনতে পারলাম না,
তাঁরে জানতে পারলাম না,
তাঁরে বুঝতে পারলাম না,
তাঁরে ধরতে পারলাম না॥

না চিনালে চিনব কিসে, না জানালে জানব কিসে,
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা বিনে কিছুই হবার না।
প্রাণে যদি চাইত চিনতে, চিনা দিত সে আমাকে,
চায় না প্রাণে তাঁরে চিনতে কেমনে দিবে চিনা;
ঠিক ঠিক ভাবে চাইলে পরে চিনা দিত সে আমারে,
চাওয়ার মতন চাওয়া আমার কিছু যে হচ্ছে না।
তাঁরে বলে আছি বা কৈ, কর্ত্তাবাবু সেজে রই,
তাই যে আমার কোন কাজ ছুঁইয়ে তিনি দেখেন না।
মূলে কিন্তু সেই করে, বুঝি না তা মায়ার ফেরে
এই লক্ষ্যটা হয়ে গেলেই কিছুতে আর পায় না।

ব্যাকুলতা নাইক মোটে, জাগবে কিসে হৃদয় পটে।
মুখের কথায় মিলত যদি কেউত বাকি রইত না।
ব্যাকুলতা নাইক মোটে, জাগবে কিসে হৃদয় পটে।
মুখের কথায় মিলত যদি কেউত বাকি রইত না।
ব্যাকুলতা প্রাণে যার জেগে ওঠে অনিবার,
সে বিনে যে কেউ আর তাঁর দেখা পায় না।
ওটি হলেই সব হয়, কৃপা ভিন্ন হবার নয়,
কৃপার ভিখারী হয়ে কররে মন প্রার্থনা।
দেখা দেও দেখা দেও, ধরা দেও, ধরা দেও,
ঘুরাঘুরি করে আমায় যাতনা আর দিও না।
বল ব্রজানন্দ নাম পূর্ণ হবে মনস্কাম,
নাম বিনে যে কেহ, কভু তাঁহার দেখা পায় না।

রেবতী—আমিরাবাদ

❁

শ্রীমৎ স্বামী ব্রজানন্দ সরস্বতী গুরুদেব চরণে প্রার্থনা

নবীন বরষে মনের হরষে
পরমেশ তব চরণে,
আশা চিরকাল কাটে যেন কাল
(ঐ) রাতুল চরণ শরণে।
এ নব বরষে পিতা পরমেশে
নব ভাবে সাজে সাজিয়ে,

মানস কুসুমে ঢালি অনুপম
যাচি পদে আজি মজিয়ে।
(যেন) কর্ম্মময় ভবে নর-নারী সবে
অবসর সদা লভিয়ে,
(করি) তব নাম গান জুড়ায় পরাণ
হরষিত মনে বসিয়ে।
(মম) আর কিছু নাই এই ভিক্ষা চাই

শক্তি নাহি স্তুতি করিতে,
(আমি) যে দিকে যখন ফিরাই নয়ন
তব রূপ পাই হেরিতে।
যত মহাজন (তব) করুণাভাজন
(আমি) অভাজন আছি পড়িয়ে,
করি কৃপা দান হের ভগবান
পাপ তাপ নাশ করিয়ে।
(তব) অপরূপ রূপ ওহে বিশ্বভূপ
বিরূপ হ'য়ো না অধমে,
পদে এ মিনতি মোর বিশ্বপতি
(বড়) যাতনা পেতেছি মরমে।
পূর্ণ ব্রহ্ম তুমি ব্রজানন্দ স্বামী
কৃপা কর নিজ গুণে,
যেন তব নাম স্মরি মুক্ত হ'তে পারি
এই ভিক্ষা তব চরণে।

১লা বৈশাখ, ১৩৩৩ সন। সুবর্ণপ্রভা
রাজফুলবাড়ীয়া, ঢাকা

❁

বসন্তবাহার—একতালা

আওত মুরারী ব্রজানন্দ হরি,
শিবোহম্ ধ্বনি করিরে।
হৃদয় দোলে ব্রজানন্দ দোলে,
সন্ন্যাসীর বেশ ধররে।
চরণে নূপুর বাজিছে মধুর,
ঠমকে ঠমকে নাচেরে।
নবজলধর শ্যাম নটবর,
জ্ঞানময় ওহে আনন্দ সাগর।
মন্দ মন্দ চলিছে মধুর,
জ্ঞান বৈরাগ্য বিতরিয়ে।
মস্তক মুণ্ডিত গৈরিক বসন,

কিবা সুন্দর অতি মনোহর।
ডোর কৌপিন কটিতে শোভে,
গলে বনমালা শোভে।
এস প্রাণ সখা হৃদয় মন্দিরে,
নটবর বেশে সাজাব তোমারে।
ভক্তি চন্দন করিয়ে লেপন,
মনফুলে আজি পূজিব হে।
রসিক নাগর রসের সাগর,
শ্যামকান্তি দীপ্ত কলেবর।
তুমি অনন্ত নব বসন্ত,
বুড়াশিব ধামে আজিরে।
নিয়ে সব ভক্ত নর নারী,
খেলনে আয়ে ব্রজানন্দ হরি।
লাগায়ে হোলী ভক্ত অঙ্গে,
নাচত রস রঙ্গেরে।
গাওত মিলি ব্রজ আনন্দে,
সঙ্গে নিয়ে সব ভক্তবৃন্দে।
লপট ঝপট খেলতে হোলী,
ত্রিভঙ্গিমা ঠামে ঢলেরে।

শচীন, জরিয়াটুলী, ঢাকা

❁

পিলু– মিশ্র একতালা

বাহিরে তোমারে খুঁজিয়া খুঁজিয়া,
ক্লান্ত চরণে আজ।
ফিরিয়া দেখিনু হৃদয় আসনে,
আমারি হৃদয় রাজ।
কত যুগ হ'তে আমার লাগিয়া,
চাহিয়া পথের পানে।
ওপথে যেও না ফিরে এসো বলে,

ডেকেছ ব্যাকুল প্রাণে।
কত ভালবাস এতো কাছে আছ,
তুমি যে আমার আমি।
মোহ-মদিরার বিভোরতা মোরে,
বুঝিতে দেয়নি স্বামী।
অসীম অনন্ত হে শিব সুন্দর,
আনন্দ সুধার খনি।
ব্রজানন্দ-হৃদয় বিহারী,
আমার পরশমণি।
ভ্রান্তি কালিমা হইল বিলয়,
বিমল চরণ পরশে।
আমার মাঝারে পাইয়া তোমারে,
পূর্ণ মিলন হরষে।

শিব-প্রিয়া—কাশী

❁

খাম্বাজ–একতালা

হে রস স্বরূপে তুমি যে মধুর,
মধুর হতেও মধুময়।
তোমারি স্বরূপ কে বলিয়া দিত,
যদি না লইতে দেহাশ্রয়।
হাড় মাংস মোরা দেখিতে আসি নাই,
তোমারি এ দেহ দেবালয়।
এ মন্দিরে সদা জাগ্রত দেবতা,
আপন স্বরূপ করিয়া লয়।
জিজ্ঞাসু আমরা তাই ছুটে আসি,
তোমারি মন্দির দুয়ারে।
এ মন্দিরে মোদের আছে প্রয়োজন,
ব্রজানন্দ পাই মন্দিরে।

শিব-প্রিয়া—কাশী

❁

পূরবী–একতালা

পূজার সামগ্রী মোর,
প্রণাম নয়ন জল
তাই আনিয়াছি দেব
ধোয়াতে চরণতল।
তোমাকে দিবার মত,
আমার কিছুই নাই।
কায় মন প্রাণে শুধু,
তোমারি হইতে চাই।
সর্বক্ষণ পাইতেছি,
ব্রজানন্দ-আশীর্বাদ।
সর্বাঙ্গ লুটায়ে করি,
চরণেতে প্রণিপাত।

শিব-প্রিয়া—কাশী

❁

মিশ্র-পূরবী–তাল আড়াঠেকা

পূর্ণ করিয়াছ দিয়ে,
অসীম কৃপা করুণা।
কত না ভাবে পাইয়া তোমারে,
হারায়ে ফেলেছি আপনা।
কখন বা দেখি বিশ্ব ব্যাপিয়া,
শ্রীগুরু-ব্রজানন্দ-ভাসে।
তাহারি অঙ্গুলী চালনে বিশ্ব,
ছন্দে ছন্দে নাচে।
কখন বা দেখি আচার্য্য শঙ্কর,
জ্ঞান গরিমা মণ্ডিত।
কখন বা দেখি স্নেহময় পিতা,
সন্তান-কল্যাণে রত।

কখন বা দেখি শিশুর মত,
সুবিমল-হাসি বদনে।
কখন বা দেখি আমাদের সখা,
প্রীতির উৎস নয়নে।
কখন বা দেখি আমাতেই তুমি,
অভেদ আনন্দে ডুবিয়া যাই।
কি দিয়ে পূজিব, কি বলে ডাকিব,
আমার বলিতে কিছুই নাই।

শিব-প্রিয়া—কাশী

❁

মিশ্র-খাম্বাজ—তাল যৎ

তোমারই চরণ রেণু,
তোমারই আছি আমি।
মাঝে দেহ আবরণ,
কেন ফেলিয়াছ স্বামী।
মোহ-মলিনতা ঘোরে,
তুমি আছ ভুলে যাই।
তোমারে ভুলিয়ে গিয়ে,
ক্ষণিকের হ'তে চাই।
তাহাতেই এই যাতনা,
এই দুঃখ হাহাকার।
কবে গো লভিব তব,
ব্রজানন্দ—রস-স্বাদ।
কত ভুল করিয়াছে,
অভিমানী ঘটাকাশে।
ভুল ভেঙ্গে কবে দেব?
মিশিবে সে মহাকাশে।

শিব-প্রিয়া—কাশী

❁

মিশ্র-ভৈরবী—তাল আদ্ধা

শাস্ত্রে ও পুরাণে চিরদিন প্রভু
শুনেছি তোমার মহিমা,
ভক্তাধীন তুমি ব্রজানন্দ স্বামী
ভক্তই তোমার গরিমা।
প্রাণে প্রাণে তাহা অনুভব করি—
আনন্দে হয়েছি মগনা।
হৃদয়ের তারে তোমারে বলিয়া,
বাজিছে রাগিণী ঝঙ্কারে।
দুই ভাব সদা ভুল হয়ে যায়—
চলিতে পারি না বিচারে
ভাবগ্রাহী তুমি হৃদয়ের ভাব
সতত আমার বুঝিয়া,
সকল সংশয় করিয়া ছিন্ন
চরণে রাখিও টানিয়া।

শিব-প্রিয়া—কাশী

❁

বাউলের সুর—তাল-যৎ

তুমি যে রাজার রাজা,
তুমি হে বিশ্বের বিভু।
কোন্ উপচার দিয়ে,
তোমারে পূজিব প্রভু।
হৃদয় কুটীরে মোর,
জ্বালি অনুরাগ বাতি।
নীরবে চাহিয়া রব,
জাগিয়া সারা রাতি। (প্রভু)
তোমার পবিত্র নাম,
হৃদয় বীণার তার।
ঝঙ্কারে গাইবে শুধু

ব্রজানন্দ—রসসার। (প্রভু)
করুণ রাগিণী মোর,
শ্রবণে পশিলে হরি।
তখন পারের ঘাটে,
লইয়া আসিবে তরি। (প্রভু)

শিব-প্রিয়া—কাশী

❁

হে ব্রজানন্দ পরমানন্দ
এস হে মম ধ্যানে,
এস হে মর্মে সকল কর্মে সকল চিন্ত-জ্ঞানে
এস হে সুখে এস হে দুঃখে
এস প্রিয়তম আমার বুকে।
জীবন-স্বামী এস হে তুমি আমার ভজন গানে
ভকতিহীন শকতিহীন সুকৃতিহীন আমি
কেমনে পূজিব রাতুল চরণ
বল না জগত স্বামী।
এস হে দয়াল দীনবন্ধু বরষি প্রাণে প্রেমবিন্দু
এস আমার পাগল করা
এস হে মরুভূ প্রাণে॥

❁

ছন্দে ছন্দে প্রেমানন্দে
গাও হে ব্রজানন্দ নাম।
নিত্য শুদ্ধ স্নিগ্ধ দীপ্ত
লও রে ঐ নাম অবিরাম।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা
ঐ নামেতে আপনহারা,
বনের পাখী সুধায় ডাকি
কোথায় গিরিধারী শ্যাম।

দূর হউক মোর সংশয় আজ
জাগিয়া উঠুক হৃদয়ের মাঝ
গোলোকবিহারী ব্রজানন্দ হরি
ভুবন ভুলান ঠাম।

❁

গোলোক হ'তে ব্রজানন্দ উদয় বুড়াশিবধামে
জ্ঞান-ভক্তি-কর্মযোগে শিখাইতে ভক্তগণে।
জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া কুটস্থভেদে জাগায় প্রাণে
চিন্ময়রূপে দেখায় ভক্তে জ্ঞানচক্ষু উন্মিলনে।
নিয়তং কুরু কর্মানি শিক্ষা দিতে জীবগণে
সদায় শিব শিব বলে ভক্তি-বিহ্বল নিজ নামে
জ্ঞান কর্ম ভক্তি সুধায় প্রসাদ মেঘে মনে প্রাণে
জীব তরাইতে দয়াল ঠাকুর দেন সব ভক্ত জনে।

❁

কে বলে নাম ব্রজানন্দ ভিন্ন তারকব্রহ্ম হ'তে
জ্ঞানচক্রে দেখেছি আমি অভেদ আত্মা উভয়েতে
ব্রজানন্দ হেরলে শ্রীগোবিন্দ মনে পড়ে
হিংসার আধার যাহার হৃদয় সে সেইরূপ দেখতে নারে
অনুমানে শ্রীগোবিন্দ বর্তমানে ব্রজানন্দ—
দ্বিজ বরদা তাই ব্রজানন্দের চরণযুগ ধরে মাথে।

❁

এস জগজ্জন কলিযুগে কর সবে সহজ সাধন
এবার এসেছ ব্রজের হরি প্রাণ ভরে কর সবে দরশন।
পূজা-আচ্‌রা ধ্যান-ধারণা যাগ-যজ্ঞ উপাসনা—
সকলি মায়ার ছলনা কোন কিছুর নাহি প্রয়োজন।

নব যুগের নব অবতার কলির জীব করিতে উদ্ধার—
তাই কাঙ্গাল বেশে অবতীর্ণ শ্রীক্ষেত্রের ঈশান কোণ।
ঢাকা বুড়াশিবধাম চিরপরিচিত পবিত্র নাম—
এবার পূর্ণভাবে হয়ে উদয় করে শিবহম্ নাম উচ্চারণ
যাঁরে বল শ্রীগোবিন্দ সেই প্রভুই এবার অবতীর্ণ
নাম ধরেছেন ব্রজানন্দ আনন্দে কর পূজা।
জগজ্জীব পাপে মগ্ন হেরে দয়াল ব্রজানন্দ—
করিবে সব জীব চৈতন্য নব গায়ত্রী করে প্রদান।
পঞ্চভাবে রসিক যারা পঞ্চ ভাবেই ভাবে তারা—
প্রভু বর্তমানে দিবে ধরা, কর মধুর রসের আস্বাদন।
অনুমান সব ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে দেখ চেয়ে,
এবার ভাব তাঁরে সখ্যভাবে কর প্রেমানন্দে আলিঙ্গন।
যার যেভাব আছে চিতে ভাব তাঁরে মনে প্রাণে,
হ'লে ভাবেতে ভাবনা সিদ্ধি রবে না আর ভেদজ্ঞান।
প্রভুর সেবা পূজা দর্শন, কর প্রসাদ গ্রহণ
ঘুচে যাবে ভব বন্ধন, অচিরে পাবে নির্বাণ।
সন্ধ্যা পূজা যতই কর, যতই মালা জপ কর,
মিলবে না নির্বাণ পদ, সবই হবে অকারণ।
এবার বিশ্বাস ভক্তি দৃঢ় কর সেই ব্রজের হরি জ্ঞান,
নেত্রে হের, মনপ্রাণ ঐক্য কর একনিষ্ঠাতে হবে মিলন।
তরবি যদি ভব সাগর, ছাড় তবে অসার সংসার
এবার শরণ লও ব্রজানন্দের চরণ, কেবল মুক্তিক্ষেত্র
—ঐ রাঙ্গা চরণ।

❁

ওঁ ব্রজানন্দ ওঁ
ডাক এসেছে ব্রজানন্দের
শোনরে পেতে কান
যে যেখানে আছে ধরায়
মানব-সন্তান।

হিংসা দ্বেষ বিভেদ ভুলে
আয় না সবে দলে দলে
মহাপ্রেমের ঝাণ্ডাতলে
মিলবি প্রাণে প্রাণ।
হোক না পীত সাদা কালো
সবাই মানুষ, ভাই;
সবার চেয়ে মানুষ বড়ো
তার যে বড়ো নাই।
দেখ না তুই নয়ন মেলে
বিশাল এই ধরাতলে
ঘরে ঘরে বিরাজিছে
মানুষ ভগবান।

ওঁ ব্রজানন্দ ওঁ
ব্রজানন্দ মহাকালী—
দেখরে প্রাণের প্রদীপ জ্বালি।
তার করুণার অমল আলো
দূর করে যে নিখিল কালো
ভক্তিহৃদি মন্দিরে তাই,
নিত্যচলে তাঁর দেয়ালি।
তিনি কখন শ্যামা, কখন শ্যাম,
ব্রজানন্দ, শিব, রাম,
গৌরহরি, নারায়ণ,
গড, খোদা ও গৌতম।
ভক্তিরূপ কারণ পিয়ে
কাম বাসনা রুধির দিয়ে
অনুরাগের রক্তজবায়।
দে সাজিয়ে পূজার ডালি।

গুরু নারায়ণ এই নিবেদন
থাকি যেন মন তব শ্রীচরণে,
গুরু তুমি বিনে
কে আছে ভুবনে
নাশিতে তিমির অলোক
জ্ঞান দানে॥
কত জনম ভরিয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া
মিলিছি তোমারই
চরণে আসিয়া,
তোমাতে হেরিয়া
জুড়াইব হিয়া॥
পাপ কুমতি যেন
নাহি আসে মনে
এই ভিক্ষা প্রভু
মাগি তোমার পাশে॥
থেকো মোদের হৃদে
রেখো নিরাপদে
সম্পদে বিপদে
তৎজ্ঞান দানে॥

গুরু আছে আর আমি আছি
ভাবনা কি আর আছে আমার॥
সংসার পাতে ঘোর বিপাকে
যখন দেখবি অন্ধকার
অন্ধকারে গুরু যে আমার
দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশে॥
গুরুর কৃপায় খাই পরি
গুরু নিয়েছে আমার ভার
ভাবনা কি আর আছে আমার

বিপদ যখন এসে পড়ে
গুরু যে আমায় রক্ষা করে
আমি যে গুরু গুরু যে আমার
ভাবনা কি আর আছে আমার॥
গুরুর কাছে এসে তোরা
বলরে একবার গুরু নাম
সেই নামের মধ্যে রয়েছেন
জগৎ গুরু ব্রজানন্দ।

শোভা গুহ

❁

মম অন্তর মন্দিরে
জাগো জাগো
সুন্দর ব্রজানন্দ লাল॥
নব অরুণ শ্যাম
জাগো হৃদয় মম
সুন্দর ব্রজানন্দ লাল॥
নয়নে ঘনালো আমার
ব্যথারই বাদল
জাগো জাগো তুমি
কিশোর শ্যাম
শ্রীরাধা প্রিতম
জাগো নিরুপম
জাগহে গোঠের রাখাল॥
যশোদা জীবন এস ননীচোর
প্রেমের দেবতা তুমি
এস হে কিশোর
লয়ে রাধা বামে
হৃদি ব্রজধামে
এস হে যাদব গোপাল॥

❁

নমামী শঙ্কর ভবানী শঙ্কর
উমা মহেশ্বর তব শরণম্,
ওঁ শিবা ওঁ শিবা
পরাৎপরা শিবা
জগদীশ শর শিবা তব শরণম্॥

❁

ওঁ নমো শিবায় ওঁ নমো শিবায়
ওঁ নমো শিবায় শিবায় নমঃ।
করুণা চল শিবা ওঁ
ত্রিশূল ধারী ওঁ
হরিনারায়ণ ওঁ
গুরু নারায়ণ ওঁ
দেবী ভারতী বিদ্যাদায়িনী
অন্নপূর্ণা মাতা হে।

❁

গুরু নাম করো সাধনা
সদা মন ভাইরে, গুরু নাম করো সাধনা।
গুরু রূপ ধ্যান করো
গুরু বল বদনে,
গুরু নাম জপ করো
শান্তি পাবে জীবনে
ভুলিয়ো ভুলোনা যেন
শ্রী গুরু শ্রীচরণ
যে চরণে কোটি চন্দ্র বিরাজিছেন
জেনে কি তা জেনেছো॥
দুর্লভ জনম পেয়ে
কি কি কর্ম করেছো
জন্ম হলে মৃত্যু হবে

ভেবে কি তা দেখেছো
আনন্দ ভুলে তুমি
নিরানন্দে রয়েছো
দিন থাকতে ডাকো তারে
নইলে দেখা পাবে না॥

❁

জয় শম্ভু জয় শম্ভু
শিব গৌরী শঙ্কর জয় শম্ভু।
মহাদেব শিব শঙ্কর শম্ভু
উমাকান্ত হরে ত্রিপুরারে
মৃত্যুঞ্জয় বৃষু ভাদ্র যশলিম
গঙ্গাধর মিনু মদনারে॥
শিবহর শঙ্কর গৌরীসম
বন্দে গঙ্গা ধর্মে সম
রুদ্ররম পশুপতি নিশানাম
কালিহর কাশি পুরিণাথম॥
তমেব মাতা চঃ পিতা তমেব
তমেব বন্ধুচঃ সখা তমেবাঃ
তমেবাঃ বিদ্যাদ্রবি নাম তমেবাঃ
তমেবাঃ সর্বমঃ মহাদেবা দেবা॥

❁

আমারো জগন্নাথ, আমারো জগন্নাথ
সবে রথ পরি আহা মরি মরি
রাম সুভদ্রা শ্যাম
একে তিন তিনে এক
প্রভু ব্রজানন্দ
বিতরেণ জীবগণে শান্তি ও আনন্দ,

অধরে মধুর হাসি করতে মোহন বাঁশি
শির পরি শিখি চূড়া
বরাভয় হাত॥
আষাঢ়ের শেষ বেলা
যায় বুঝি বয়ে
ঝর ঝর বারি ধারা
ঝড়ে বয়ে যায়
বাদড়ে কোমর কুশি
সবাকার সাথ।

(পূরবী ঘোষ)

❁

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু
গুরদেব মহেশ্বর
গুরুরেব পরমব্রহ্ম
ত্বসমই শ্রী গুরবে নমঃ।
জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়,
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু
গুরুদেব মহেশ্বর
গুরু বিনা এ সংসারে
বন্ধু নাহি আর
গুরু পূজ গুরু ভজ গুরু কর সার
গুরুর চরণ তরী
লয়ে যাবে পার।
নাম লহ নাম বল
জপ নারে মন
নামের গুণেতে জীবে
তরিবে সমন।
জপিতে জপিতে নাম
যাবে গুরু কাছে
সেইখানে জগৎ গুরু দাঁড়ায়ে আছে।

নাম হইতে ব্রহ্মাণ্ড
হয়েছে উদয়
নামের সহিতে ভাসে বিশ্বসমুদয়।

❁

শুভ্রা রূপেতে কে গো
হৃদি দুয়ারে
দেখে যেন মনে হয় চিনি তোমারে।
তুমি যে আমার পরম চেনা
সবার চেয়ে আপন জনা
তুমি যে আমার সাধনারই ধন
নমি তোমারে (প্রভু)॥
ভক্ত হৃদয় শতদল তুমি বিহার
যে যে ভাবে চায় আশ
মিটাও তাহারও।
যে দিকে ফিরাই দু-নয়ন আঁখি
অনন্ত রূপে ব্রজানন্দ তুমি
নিত্য সনাতন (প্রভু)
তুমি সংসারে॥

❁

ব্রজ আনন্দ হে ব্রজানন্দ
তুমি প্রেম পারাবার
যুগে যুগে তব চলিয়াছে লীলা
কত রূপে কত বার।
দ্বাপরেতে তুমি ছাড়িয়া গোলোক
রাধারে লইয়া আসিলে ভূলোক,
গোলোকের মহাপ্রেমেতে জগৎ
করেছিলে মাতোয়ারা।

পূরবী ঘোষ

প্রেমেতে সেবার ঋণী হয়ে হরি
দাসখৎ লিখে রাধা পদ ধরি
আরও তিন বার লীলা করিবার
করিলে অঙ্গীকার।
হলে নদীয়ায় তাই ত নিমাই
'রাধা রাধা' ছাড়া আর বুলি নাই,
রাধার বিরহে দেহ মন দহে
নয়নে বহিত ধার।
সে লীলা যখন হয় সমাপন
ভক্ত সঙ্গে করো কীর্ত্তন;
শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমন্দির তলে
প্রেমের নাহিক পার;
চিরদিন তব লুকোচুরি লীলা
জগন্নাথের দেহেতে মিশিলা;
ভক্তরা কান্দে কোথা হরি গেলা
চারিধারে হাহাকার।

ভক্তগণের হাহাকার শুনি
দিলে বাহিরিয়ে আশ্বাস বাণী—
শ্রীক্ষেত্র হ'তে ঈশান কোণেতে
পুনরায় অবতার।

রাধিকার ঋণ পরিশোধ তরে
এবারের লীলা যাই শেষ করে;
ভক্তের তরে এবারো নারিনু
কোন কিছু করিবার।

(আমি) ভকত অধীন ভক্তের দাস
মিটাতে নারিনু ভক্তের আশ,
তাইত শুধুই ভক্তের লাগি
হব পুনঃ অবতার।

ঈশান কোণেতে "বুড়াশিব" ধাম
চির পরিচিত পবিত্র নাম;
তাইত এবার হে করুণাধার,
হেথা তব অবতার।

গোলোক ছাড়িয়া ওহে রাজ রাজ,
ভক্তের লাগি ভিখারীর সাজ,
লয়েছ তুলিয়া করুণা সাগর,
ব্রজানন্দ আমার॥

❁

নাম মাহাত্ম্য

আয়রে সকলে মন প্রাণ খুলে ব্রজানন্দ বলে নাচি গাই।
ওরে মধুমাখা এ মধুর নাম কে নিবি তোরা আয়রে ভাই।
নব গায়ত্রী এ নাম কলিতে, যতই বলিবে মধুর বলিতে,
দুস্তর ভব জলধি তরিতে এ নাম ছাড়া আর গতি নাই।
ব্রজানন্দ নাম বড় যাদুকরী, বলিতে বলিতে চোখে আসে বারি।
কি দিব তুলনা বল না তাহারি, ব্রজানন্দ মোর ব্রজের কানাই।
অধম পতিত পাপীর লাগিয়া, গোলোকের নাথ গোলোক ছাড়িয়া,
কাঙ্গাল হয়েছে কৌপীন পরিয়া, এমন প্রেমের তুলনা নাই।
এ নামে গোবিন্দ আপন হারা, তাজিয়া সকলি হল গৃহ ছাড়া,
জটিয়া বাবাজি প্রেমে মাতোয়ারা, এ নাম রসে মজিয়া সদাই।
ছিল মুসলমান আলমাস আলি, দুই বাহু তুলি শিব শিব বলি।
এ নামে মাতিয়া হল উতরলি, এ যে সেই হরিদাস গোঁসাই।
শিষ্য সে বিদূর আর যুধিষ্ঠির, জ্ঞানদা, অন্নদা সহিত অধীর।
ব্রজানন্দ পদে লোটায়ে শির, কেঁদে কহে যেন চরণ পাই।
এ নামে ঘুচায় কুলামান, জ্বালা, কুলের কামিনী আশাকুল বালা,
হয়ে বিরাগিনী নামেতে উতলা, রাজীব চরণে নিয়েছে ঠাঁই।
এ মধুর নামে শ্যামলা উদাসী, প্রভা পাগলিনী নাম ভালবাসি,
আমি শুধু চাই নাম রসে ভাসি, নাম নিয়ে যেন মরিতে পাই।

❁

প্রণামঃ (ভজন)

নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমোনমঃ

অনন্ত গুণ নিধান ব্রজানন্দ গুণধাম।
পরম শান্তি নিলয় অত্যদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময়,
শ্যামল পীত কলেবর রসময় মনোরম।
মহত্তম জ্ঞান নিধে প্রেমদাতঃ পিতর্বিধে,
গুণানান্ত মহোদধে রক্ষ রক্ষ প্রাণারাম।
সর্বাংস্তয়ি ভক্তান্ সতঃ, পালয়ত্বং জগতপিতঃ,
শক্তি হীনান স্বশক্তিতঃ ত্ব হি দেব পূর্ণং প্রেম।
পাতকীনাম ভবভার অপনোদনায় অবতার
ত্বং হি প্রেম পারাবার শান্তোজ্জ্বল কান্তি কম
দেবীনাং বা দেবানাং বা শক্তি নারানামথবা,
তবস্বিনাং গুণিনাং বা তজ্জাতা মাহসত্তমঃ।

❁

আবাহন (ভজন)

ও জগতবাসী আয়রে ছুটিয়া আয়
নাচিয়া নাচিয়া মোর ব্রজরাজ
ব্রজানন্দ ঐ প্রেম বিলায়।
কে আছ ব্যথিত আকুলিত চিত,
কে আছ সংসার দাব দাহ ভীত,
লহরে শরণ কলুষ-হরণ
ব্রজসুন্দর পায়।
কে আছ হৃদয়ে মরুভূমি লয়ে,
দুখে ভরা বুক শোকে ভরা হিয়ে,
চাহিয়ে দেখরে তোমাদেরি তরে
নবরূপে ঐ মোর ব্রজরায়।
কি ভাবনা আর এসেছে এবার

দাতা শিরোমণি করুণা আধার
(ঐ দেখ) পাপী তাপী যত পামর পিত
সবাই তরিয়া যায়।
মোহ পরিহরি এস নর নারী,
দুই বাহু তুলি বলে হরি হরি,
দেখ তোমাদেরি তরে কাঙ্গাল হয়েছে
ঐ যে রে ঐ, মোর ব্রজরায়।

❁

গিরিধারী লাল
আর কত কাল,
আড়ালে আড়ালে রবে॥ (২)

কোথা হতে তুমি
বাজালে বাঁশরি,
বাঁশরি সুর শুনে
সকলি পাসরি॥
আর কবে দেখা দেবে,
আড়ালে আড়ালে রবে॥

মীরা জীবনে প্রভু
হইলে উদয়
ওগো গিরিধারী,
ওগো নির্দয়॥
দিন কি এমনে রবে,
আড়ালে আড়ালে রবে॥

❁

ব্রজানন্দ রূপ বর্ণনা

বল ব্রজরাজ সন্ন্যাসীর সাজ
তোমায় কে দিল পরায়ে।
শিখী পাখা চূড়া কোথা পীত ধরা
কেন গো রাখিলে লুকায়ে॥
ফেলিলে বাঁশরী গৈরিক পরি
দীন সন্ন্যাসী কেন হলে হরি?
প্রেমেতে বিভোর মুখে হরিবোল
নাচিছ সবারে নাচায়ে॥
বাঁশরী ছাড়িয়া ধরেছ দণ্ড
গৈরিক করেছ পীতবাস খণ্ড
চন্দন চর্চিত শ্রী অঙ্গ শোভিত
বিভূতিভূষণ মাখায়ে।
শ্যামের সহিতে গৌরাঙ্গ মিলে,
পূর্ণ রূপেতে পৃথিবীতে এলে,
শ্যামের শ্যামল বর্ণের পরে
গোরার গৌর রঙ মাখায়ে।
এবার হে হরি নও তো হে শুধু
রাধার প্রেমেতে নাগরলি বঁধু
ভক্তের লাগি হয়েছে বিরাগী
রাধা দেহে দেহ মিলায়ে।
যুগে যুগে তুমি কত রূপ ধরি
জীয়াইলে জীবে হেথা অবতরি
আমি যে হে হরি, রয়েছি মরিয়ে
আমারে দাও গো বাঁচায়ে॥

❁

ভজ ব্রজানন্দ জপ ব্রজানন্দ মাধব মূরালী গাও অবিরাম
জপ নাম ভজ নাম গাও অবিরাম।

অখিল বন্ধু করুণাসিন্ধু নিখিল স্মরণম্ তাঁর নাম
ভজ ব্রজানন্দ জপ ব্রজানন্দ মাধব মূরালী গাও অবিরাম
জপ নাম ভজ নাম গাও অবিরাম।

বেণুবাদন কালিয়াদমন দেব দূর্লভ বন্দন
সত্যচিন্ময় গোধুলায় আলো পুতনাকেশী নাশনাম্
তাঁর নাম।
হরে ব্রজানন্দের নাম গাও সবে অবিরাম
জপ নাম ভজ নাম গাও অবিরাম।

দিন তোমার আনন্দে যাবে জপলে গুরুর নাম
তাই জপ জপ গুরুর নাম জপ জপ গুরু নাম (২)

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু শিবরাম
গুরুর সেবায় সবই নিলে ধর্ম অর্থ কাম
জপ জপ গুরুর নাম জপ জপ গুরুর নাম (২)

মেঘ বরণ মূরালী মোহন বংশীবদন শ্যাম
যমুনার কূলে সবাই জপেন গুরুর নাম
জপ জপ গুরুর নাম জপ জপ গুরুর নাম

সার কর সব গুরুর বাক্য মিটবে মনস্কাম
আপন ঘরে আপনি গিয়ে দেখবি আত্মারাম
তাই জপ জপ গুরুর নাম জপ জপ গুরু নাম।

❁

বাবা তোমার পূজা তুমি কর আমি করি না
তোমার মন্ত্র তুমি জপ আমি জপি না।

আমার চিন্তা তুমি কর আমি করি না

আমার ভাবনা তুমি ভাব আমি ভাবি না।

বিশ্বের তুমি অধিকারী চরণে তোমার করি মিনতি
ওই চরণে থাকে যেন মতি চরণ ছাড়া করো না।

বাবা তোমার পূজা তুমি কর আমি করি না

(রচয়িতা শোভা গুহ)

❁

জয় গুরু ব্রজানন্দ
জয় গুরু জয়,
আনন্দে বলরে,
জয় গুরু জয়
প্রেমসে বল রে
জয় গুরু জয়

তাপসী রেখা মাই

❁

ওগো সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম
নম নম প্রভু নম নম॥
নিরাশার আশা তুমি অকূলেতে কূল
আমার জীবনে তুমি চির নির্ভুল
আঁধারে পথে তুমি আলোক শ্যাম॥ (গুরু)
শ্রী গৌরাঙ্গা রূপে তুমি পতিতপাবন
শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে তুমি নারায়ণ
কলিতে ব্রজানন্দ পুরুষোত্তম (গুরু)

❁

যুগে যুগে যেমন এসেছিলে তুমি
তেমনি আবার এসেছো ও দয়াল
তেমনি আবার এসেছো॥

যেমন করিয়া ভালোবাসা দিয়া
মন প্রাণ কেড়ে নিয়েছ।
ও দয়াল তেমনি আবার এসেছ
যশোমতি মাতার কৌশলা কলে
যেমন করিয়া খেলা খেলেছিলে
তেমনি করিয়া কলিযুগ শেষে
ব্রজানন্দ রূপে এসেছ॥
নামেরই প্লাবণে যত মরা নদীতে
প্রেমময় তুফান তুলেছ
ও দয়াল তেমনি আবার এসেছ॥
সঙ্গে লয়ে যত ভক্তবসগণ
গড়েছ নামে মধুর বৃন্দাবন
সুন্দর রূপে তুমি মুক্তি উপায় করেছ॥
ও দয়াল তেমনি আবার এসেছ॥

❁

ভজরে ভজরে ব্রজানন্দ (২)
ব্রজানন্দ বলিয়া আকুল হইয়া
কবে গো কাঁদিব আমি॥
বল ব্রজানন্দ নাম বলরে অবিরাম
কলুষ যাইবে দূরে। (ভজরে)
ব্রজানন্দ হরি, ভব পারের কাণ্ডারী,
পতিতে পার করেন কৃপা করে। (ভজরে)
সময় থাকিতে, চল ভব পারে
বল ব্রজানন্দ হরে, হরে। (ভজরে)
বল ব্রজানন্দ নাম, চল ব্রজানন্দ ধাম
সংসার বাসনা ছেড়ে। (ভজরে)
জয় জয় ব্রজানন্দ, চিন্ময় পরমানন্দ
চৈতন্য চিদানন্দ পরম ব্রহ্ম হরে। (ভজরে)
শ্রী গুরু ব্রজানন্দ, নমো নারায়ণ,
সন্ন্যাসী জগৎ গুরু, গাও সমস্বরে। (ভজরে)

তাপসী রেখা মাই

❁

কুপিল কুজন ব্যথা লাগে প্রাণে
চন্দন দলিল দেহে
প্রিয়া হারা যেবা
সেই বুঝে ব্যথা
ব্যথিত বেদন বুঝিতে নারে
হরে ব্রজানন্দ।
কী ভাবনা ব্যাথা ভেবেছ তুমি
আমার ভাবনা তুমি
ভেবে কী দেখেছ
হরে ব্রজানন্দ॥

তাপসী রেখা মাই

❁

যারা করে দিবানিশি
তোমার জয়গান।
কেন তাদের দুঃখ দিলে
হে ভগবান।
লোকে বলে তোমার নামে
পৃথিবীর দুঃখ ঘুচে।
তাই তো তুমি দয়াল ঠাকুর
বিপদ হতে মোদের করো ত্রাণ।
যারা করে দিবানিশি
তোমার জয়গান।

মরা বাঁচে খোঁড়া নাচে
বোবা যে গায় গুনগুনিয়ে
ভেদজ্ঞান মান অভিমান
তোমার নামে হয় অবসান।
ভগবান ভগবান ভগবান।

তাই তো তুমি দয়াল ঠাকুর
বিপদ হতে মোদের করো ত্রাণ।
যারা করে দিবানিশি
তোমার জয়গান।

❁

গুরু নাম করো সাধনা
সদা মন ভাইরে, গুরু নাম করো সাধনা।
গুরু রূপ ধ্যান করো
গুরু বল বদনে,
গুরু নাম জপ করো
শান্তি পাবে জীবনে
ভুলিয়ো ভুলো না যেন,
শ্রী গুরুর শ্রীচরণ
যে চরণে কোটি চন্দ্র বিরাজিছেন
জেনে কি তা জেনেছ॥
দুর্লভ জনম পেয়ে
কী কী কর্ম করেছ
জন্ম হলে মৃত্যু হবে
ভেবে কি তা দেখেছ
আনন্দ ভুলে তুমি
নিরানন্দে রয়েছ
দিন থাকতে ডাকো তারে
নইলে দেখা পাবে না॥

❁

তুমি জাগো

কথা ও সুর : বীণামাঈ
রাগ ঃ ভৈরবী
তাল ঃ কাহারবা

তুমি জাগো, তুমি জাগো, তুমি জাগো—
আমার আরাধনার দেবতা তুমি জাগো।
জাগো নন্দদুলাল, তুমি যশোদা গোপাল,
ত্রিপুরানন্দন তুমি, যুগের অবতার, তুমি জাগো।
ব্রজসুন্দর গোপাল তুমি জাগো, তুমি জাগো,
তুমি জাগো গোপাল আমার।
জাগো, জাগো, জাগো গোপাল, জাগো ভক্ত প্রাণে।
ভক্ত জাগালে জাগিবে তোমার নাম,
থাকিবে তোমা ধাম
তুমি জাগো, তুমি জাগো।
গোলোক বিহারী তুমি, নদের নিমাই—
ভক্ত প্রাণনাথ তুমি ব্রজের কানাই
তুমি জাগো।

❁

দরশন দাও গিরিধারী

কথা ও সুর : বীণামাঈ
রাগ ঃ মিশ্র
তাল ঃ কাহারবা

দরশন দাও গিরিধারী,
কৃষ্ণ মুরারী তুমি— ব্রজানন্দ হরি।
দরশন দাও গিরিধারী।

ভিখারিনী বীনা আছে একাকিনী,
কোথায় আছ কর তুমি, মোরে পূজারিনী।
দরশন দাও গিরিধারী।
না আছে আমার পূজার উপাচার,
না আছে হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার।
কি দিয়ে পূজিলে আমি, দেখা দিবে তুমি।
বল, বল, বল ওগো ব্রজানন্দ হরি।
দরশন দাও গিরিধারী।
ওহে মুরারী, গোবর্ধন ধারী,
মনপ্রাণ হরি, ওগো বংশীধারী।
কি দিয়ে পূজিলে আমি, দেখা দিবে তুমি।
বল, বল, বল ওগো ব্রজানন্দ হরি
দরশন দাও গিরিধারী।

❁

বিশ্বব্যাপিয়া বিরাজিছো তুমি

কথা ও সুর : বীণামাঈ
সুর ঃ মিশ্র
তাল ঃ দাদরা

বিশ্বব্যাপিয়া বিরাজিছো তুমি,
পাই না কেন গো খুঁজিয়া।
ওহে ব্রজানন্দ কোথায় রয়েছ,
দুটি আঁখি দ্যাখ মেলিয়া।
আমি পাই না কেন গো খুঁজিয়া,
বিশ্বব্যাপিয়া .....
অন্ধ নয়ন দ্যাখে না তো তোমায়—
কোথায় তুমি, কেউ বলে না তো আমায়,
আমি পূজিব চরণ এই নিবেদন,

দেখা দাও দয়া করিয়া।
আমি পাই না কেন গো খুঁজিয়া।
বিশ্বব্যাপিয়া.....
ডুবে যায় রবি, নাহি আর বেলা,
শেষ করো প্রভু এই নিঠুর খেলা।
আমি এনেছি কুসুম ভক্তি চন্দন,
ছিন্ন কর প্রভু মায়ারই বন্ধন।
নিয়ে চল মোরে তব পদতলে—
না নিলে যাব যে ভাসিয়া।
আমি পাই না কেন গো খুঁজিয়া,
বিশ্বব্যাপিয়া.....।

❁

ওমা তারা ব্রহ্মময়ী

কথা ও সুর : বীণামাঈ
রাগ ঃ মালকোষ
তাল ঃ তেওড়া

ওমা তারা ব্রহ্মময়ী, আমায় কর ব্রহ্মজ্ঞানী,
তোমার ধ্যানে বসায়ে মাগো আমায় কর যোগিনী।
গেরুয়া ছাড়া কর সন্ন্যাসিনী,
মন বৈরাগী কর ভবতারিণী।
কখনও শ্যাম কখনো শ্যামা,
কখনও ব্রজানন্দ, তুমি মা উমা।
দুর্গে দুর্গতি নাশিনী, অসুর মর্দ্দিনী,
তুমি দুঃখ হারিনী॥
কোথায় আছ মা ভবতারা,
কেঁদে কেঁদে আমি হলাম সারা।
তবুও না পাই তোমার সারা,
ওগো মা ভবতারিণী॥

❁

‘গোলক ধামের নাইয়ারে’

কথা ও সুর : বীণামাঈ
সুর ঃ ভাটিয়ালী
তাল ঃ কাহারবা

গোলোক ধামের নাইয়ারে,
পার-লাগাও, পার-লাগাও নাইয়ারে।
তুমি আমার সাধন ভজন,
তুমি আমার প্রাণ।
আমার সর্ব কাজে সর্ব কর্ম্মে,
দাও গো এবার ত্রাণ, ওহে ভগবান।
ও নাইয়ারে....
নাই যে আমার কোন সম্বল,
নাই যে আমার প্রেমভক্তি।
শূন্য হাতে আছি পারে
নেও গো আমায় তুলে।
ও নাইয়ারে....

❁

মিনতি আমার

কথা ও সুর : বীণামাঈ
সুর ঃ মিশ্র
তাল ঃ কাহারবা

মিনতি আমার, চরণে তোমার,
রাখো ব্রজানন্দ মোরে।
দাও অন্ধ নয়ন মেলে, দিও জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে।
দরশন দাও প্রভু আমারে।

বড় আশা লয়ে নিয়েছিলাম তোমার স্মরণ,
পাব বলে যুগল চরণ।
দেখা যদি না দাও প্রভু,
কেন দিয়েছিলেন আশা শুধু।
আমি আশায় বেঁধেছি বাসা,
হৃদয় কমলে শুধু যে নিরাশা
শূন্য হৃদয় কমল পূর্ণ কর প্রভু,
দরশন দিয়ে মোরে।

❁

দীন দুনিয়ার মাঝিরে

কথা ও সুর : বীণামাঈ
সুর ঃ ভাটিয়ালী
তাল ঃ দাদরা

দীন দুনিয়ার মাঝিরে
আমার ভাঙ্গা তরী কেমন করে যাবে বেয়ে
ভব নদীর ওপারে।
কোথায় আছ মাঝি আমার—
জয় ব্রজানন্দ বলে—
ভাসাইলাম তরীখানি রে,
এবার তোমার তরী তুমি ধর,
নিয়ে চল ওপারে।
ভব নদীর মাঝিরে—

❁

বুড়াশিবের ভজন

কথা ও সুর : দেবী মুখার্জী
সুর ঃ মিশ্র
তাল ঃ কাহারবা

নিশি ভৈরবে প্রভু স্মরি গো তোমায়
ভাল রেখো বুড়াশিব নমি গো তোমায়।
জয় বাবা বুড়াশিব নিত্য নিরঞ্জন,
ব্রজানন্দ বুড়াশিব অলক নিরঞ্জন।

কৈলাসে তুমি বাবা ভোলা মহেশ্বর,
সকলেরই মাতাপিতা তুমি নীলেশ্বর।
জয় বাবা বুড়াশিব নিত্য নিরঞ্জন,
ব্রজানন্দ বুড়াশিব অলক নিরঞ্জন।

দুহাত তুলিয়া নাচ বাবারই নামে
শঙ্খ উলুধ্বনি দাও বুড়াশিবের নামে।

শান্ত শীতল রেখো ওগো প্রাণনাথ
সুস্থ সব রেখো ওগো ব্রজনাথ।
জয় বাবা বুড়াশিব নিত্য নিরঞ্জন,
ব্রজানন্দ বুড়াশিব অলক নিরঞ্জন।
আরতি করি তোমায় প্রদীপ ও ধূপে,
সুবাস ছড়ায়ে বাবা রাখিও সুখে।

করতালি দিয়ে নাচো বুড়াশিব নামে,
ভক্তগণের হৃদয় ভবে সেই আনন্দেতে।
জয় বাবা বুড়াশিব নিত্য নিরঞ্জন,
ব্রজানন্দ বুড়াশিব অলক নিরঞ্জন।

ফুল তুলসি দাও সবাই বাবার চরণে
হৃদয় তিলক পর বুড়াশিবের নামে।
জয় বাবা বুড়াশিব নিত্য নিরঞ্জন,
ব্রজানন্দ বুড়াশিব অলক নিরঞ্জন।

কে আছ বন্ধু

কথা ও সুর : দেবী মুখার্জী
সুর ঃ মিশ্র
তাল ঃ দাদরা

কে আছ বন্ধু নিয়ে চল মোরে
(যেথায়) গুপ্ত বৃন্দাবন
সেথায় ব্রজরাজ ব্রজানন্দ আমার
থাকে সর্বক্ষণ
গুপ্ত বৃন্দাবন।
সেথায় দেউন্দি নামে আছে ব্রজধাম
যেথায় ব্রজানন্দ নামে
পাখি করে গান।
বাতাস বিলায় নামেরই গন্ধ
হরে ব্রজানন্দ নাম
গুপ্ত বৃন্দাবন।
সেথায় আছে শ্রীগুরু চরণ
যে চরণে হয় পাপ বিমোচন।
(ঠাকুর) তোমারই নামে তোমারই গানে
হরে ব্রজানন্দ হরে
হরে ব্রজানন্দ হরে,
গৌর হরি বাসুদেব
রাম নারায়ণ হরে
দয়াল গুরুর দয়ার তরে
ভক্তগণের অশ্রু ঝরে।
সেথা বুড়াশিব ব্রজানন্দ বলে
আকুল করে মন
গুপ্ত বৃন্দাবন, তোমার দেউন্দি গুপ্ত বৃন্দাবন।

পার কর মোরে

কথা ও সুর : দেবী মুখার্জী
সুর ঃ বাউল
তাল ঃ দাদরা

গুরু তুমি পার কর মোরে
এই ভব সংসারে মন লাগে না
মন কেমন করে
ও দয়াল তোমারই তরে
ও গুরু তোমারই তরে
দয়াল বিনে ভবের মাঝে,
আপন বলে কেহ নাই রে,
(ওরে মন) কেহ নাইরে
(ওরে ভাই) কেহ নাই রে।
তাই বলি মন থাক সর্বক্ষণ
ঐ রাঙা চরণ দুটি ধরে
পার কর.....।
ব্যাকুলভাবে ডাকলে তাঁরে
দয়াল গুরু না এসে
আর কি থাকতে পারে।
বল ব্রজানন্দ নাম
হবে পূর্ণ মনস্কাম।
এই নাম বিনে যে কেউ কখনো
ঐ গুরুর দেখা পাবে না।
হরে ব্রজানন্দ হরে
হরে ব্রজানন্দ হবে
গৌর হরি বাসুদেব
রাম নারায়ণ হরে॥

শম্ভু মহেশ্বর

কথা ও সুর : দেবী মুখার্জী
সুর ঃ মিশ্র
তাল ঃ কাহারবা

হে শিব শম্ভু মহেশ্বর
কৃপা কর বাবা কৃপা কর
করুণা কর বাবা করুণা কর।
হর হর গঙ্গে
হর হর বুড়াশিব
হর হর গঙ্গে
হর হর মহাদেব।
বুড়াশিব রূপে ঢাকাতে উদয়
তোমার ইচ্ছাতে হয় সৃষ্টিস্থিতি লয়।
ভক্তের লাগিয়া তুমি সেজেছো কাঙাল
অপরূপ লীলা তব হে দীনদয়াল।
হে শিব শম্ভু বুড়াশিব।
হর হর গঙ্গে
হর হর বুড়াশিব।
হর হর মহাদেব
হর হর বোম বোম।
একই দেহে বুড়াশিব শ্রীরাধাগোবিন্দ
শতরূপে বিরাজিছ হয়ে ব্রজানন্দ।
তুমি অনাদির আদি সর্বশক্তিমান
ওহে বুড়াশিব তুমি ভক্তের প্রাণ।
হে শিব শম্ভু মহেশ্বর.....॥

আমি এত নগণ্য কেন?

দেবী মুখার্জী

হে ঠাকুর তুমি আমার একমাত্র দেবতা আমি জানি,
তাই তো তোমায় আমি সব রূপেই মানি।
তোমা মাঝে সর্বদেবতারূপ চিন্তা করিবারে
তবে কেন, সকল দেবতা মাঝে তোমার রূপ দেখিতে নাহিবারে?
যদি তোমা মাঝে নারায়ণ শিলা দর্শন পাই,
তবে নারায়ণ শিলা মাঝে তোমা কেন ভাবিতে নাই।
গুরু মন্দির ছাড়া ভক্ত বিশেষ কয়
অন্য মন্দিরে গেলে পাপ সঞ্চয় হয়।
হে প্রভু, নিজ-কার্যগুণে যে ব্যক্তি আমি আমি করে
ভগবান, সর্বকার্যের তুমিই তো কর্তা, বোঝাও তাহারে।
হে গুরু, দীর্ঘ সময় ধরে তোমারই সান্নিধ্য ও লীলা দর্শন করে
যে ভক্ত হয় ধন্য
ক্ষণিকের তরে গুরুকে স্পর্শ ও দর্শন করে যে ভক্ত
তবে কি হয় সে অতি নগণ্য?
হে ঠাকুর, তুমি অসীম-অনন্ত-অপার,
করুণার আধার।
আমি জানি, তোমার নিকট সকল ভক্তগণের তরে
আছে সমান বিচার॥

❁

জয় জয় ব্রজানন্দ ভগবান (৩)
পতিতপাবন অধম তারণ
নরনায়ারণ বিশ্বতান॥
যুগধর্ম লীলা ছলে
এলেন নামি প্রভু ধরাতলে
ভক্তদলে নিয়ে সাথে

করিছ লীলা খেলা তুমি যে মহান।
তুমি যে হে অগতির গতি
বিষ্ণু মহেশ তুমি প্রজাপতি
শ্রীচরণে দাও হে মতি
(আমি) আনন্দে গাহিব তব জয়গান।

❁

গুরু প্রণাম মন্ত্র

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া,
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ।
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ।
ওঁ নমঃ শ্রী ভগবতে জগৎগুরু শ্রীশ্রীব্রজানন্দায় নমঃ।